যুগান্তর

তারিখ 25 SEP 2013
পৃঃ ১৫ কলাম ৩

# উপবৃত্তি প্রকল্পে বরাদ্দ বাড়ছে ২৬৭ কোটি টাকা

**মামুন আব্দুল্লাহ**

নারী শিক্ষার হার বাড়াতে মাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তি প্রকল্পে বরাদ্দ ও মেয়াদ উভয়ই বাড়াচ্ছে সরকার। এর ফলে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি পাওয়ার মেয়াদ আরও একবছর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বরাদ্দ বাড়ছে ২৬৭ কোটি টাকা। ইতিমধ্যেই এ সংক্রান্ত যাবতীয় প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) আগামী বৈঠকে দ্বিতীয় সংশোধনী প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে। এর মাধ্যমে প্রকল্পটির মেয়াদ বাড়বে ২০১৪ সালের জুন পর্যন্ত, যা চলতি বছরের জুনে শেষ হওয়ার কথা ছিল। পরিকল্পনা কমিশন সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সূত্র জানায়, সেকেন্ডারি এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট (এসইএসপি) শীর্ষক প্রকল্পটি সংশোধনের প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে এসে পৌঁছেছে। বর্তমানে এ প্রকল্পের ব্যয় ৯১৪ কোটি ২৫ লাখ ২২ হাজার টাকা, যা থেকে ২৬৭ কোটি ৮ লাখ ৮১ হাজার টাকা বাড়িয়ে মোট ব্যয় করা হচ্ছে ১ হাজার ১৭১ কোটি ৩৫ লাখ ৩ হাজার টাকা। দেশের ৫৬টি জেলার মোট ৩০৫টি উপজেলায় ৫৪ লাখ ১৪ হাজার দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের মাঝে উপবৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে সেকেন্ডারি স্টাইপেন্ড প্রজেক্টটির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, মোট তিনটি প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশে সব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি কর্মসূচি চালু রয়েছে। অন্য দুটি প্রকল্পে যেসব উপজেলা অন্তর্ভুক্ত হয়নি। উল্লেখিত প্রকল্পের মাধ্যমে ওইসব উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

পরিকল্পনা কমিশন সূত্র জানায়, মোট ৬৮৭ কোটি ৯৩ লাখ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০০৯ সালের জুলাই থেকে ২০১২ সালের জুন পর্যন্ত বাস্তবায়নের জন্য এ প্রকল্পটি ২০০৯ সালে একনেকে অনুমোদন দেয়া হয়। উপবৃত্তি কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য নতুন একটি উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে এর মেয়াদ ২০১৩ সালের জুন পর্যন্ত বৃদ্ধি করে প্রথম সংশোধনী করা হয়। পরবর্তীতে সেই মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে ব্যয় ও মেয়াদ একবছর বাড়িয়ে বর্তমানে প্রকল্পটির দ্বিতীয় সংশোধনী প্রস্তাব করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি, শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন করা, উপবৃত্তি গ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে এসএসসি ও দাখিল পর্যন্ত বিবাহ করা হতে বিরত রাখা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করে দারিদ্র্য বিমোচন, প্রতিবন্ধীদের বিশেষ সহায়তা প্রদান, ৩০৬টি উপজেলায় মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কাঠামোকে শক্তিশালী করা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩০ শতাংশ দরিদ্র ছাত্রীদের পাশাপাশি ১০ শতাংশ দরিদ্র ছাত্রদের উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

দেশের ৫৬টি জেলার মোট ৩০৫টি উপজেলায় ৫৪ লাখ ১৪ হাজার দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের মাঝে উপবৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে এ প্রকল্প হাতে নেয়া হয়

সূত্র জানায়, ছেলেমেয়ের মধ্যকার শিক্ষার বৈষম্য দূরীকরণ, মেয়ে শিক্ষার্থীর হার বৃদ্ধি এবং এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় পাসের হার বাড়াতে দেশব্যাপী ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত উপবৃত্তি কার্যক্রম চালু করে সরকার। এ কর্মসূচি চালুর ফলে বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ভর্তির হার বেড়েছে। মাধ্যমিক স্তরের সাফল্যের কারণে বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়েও উপবৃত্তি কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

নারী শিক্ষা বিস্তারে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ভিত্তিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে গৃহীত ছাত্রী উপবৃত্তি কার্যক্রম স্নাতক পর্যায়ে সম্প্রসারণ এবং বিনা বেতনে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি ও উপবৃত্তি প্রদানের জন্য ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।